বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন: ২০১৬ - ২০১৭

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর সমূহের হিসাব সম্পর্কিত)

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৬ - ২০১৭

প্রথম খণ্ড

বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	Abbreviation	
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-১৮
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৮
৬	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত,সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত। তাছাড়া,দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাব ও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতা প্রাপ্ত।

২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা পূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায় ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৩টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনা পূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ২৭/০৭/২০২০ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviation

DESCO	Dhaka Electric Supply Company.
DPDCL	Dhaka Power Distribution Company Limited.
DPM	Direct Procurement Method.
DSL	Debt Service Liability.
LD	Liquidated Damage.
LTM	Limited Tendering Method.
MOD	Monthly Operational Data.
NLDC	National Load Dispatch Centre.
NOCS	Network Operational And Customer Service.
OTM	Open Tendering Method.
PPA	Power Purchase Agreement.
PAC	Provisional Acceptance Certificate.
PDR	Public Demand Recovery.
PF	Power Factor.
REB	Rural Electrification Board.
TEC	Tender Evaluation Committee.
বাবিউবো	বাংলাদেশ বিদ্যুৎউন্নয়ন বোর্ড।
বাপবিবো	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।
পবিস	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

প্রথম অধ্যায়

(অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	চাহিদা মোতাবেক রেকর্ডপত্র সরবরাহ না করে নিরীক্ষা ও সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি।	-	০৭
২.	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সীমাতিরিক্ত সিস্টেম লস হওয়ায় ক্ষতি	১৯৯০০১১৮০	০৮
৩.	ডিএসএল বাবদ সরকারি পাওনা অপরিশোধিত।	৬৫০৩৫৪৫৬৫৯	০৯
৪.	অনিয়মিতভাবে জরুরী স্টেশন ডিউটি ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	৫২৩২৮৩৫	১০
৫.	খেলাপী গ্রাহকের নিকট অনাদায়ী বকেয়া আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৮৩১৭৯১৫	১১
৬.	সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন না করায় দন্ডসুদসহ রাজস্ব ক্ষতি।	২৩১০৭২১২.৬০	১২
৭.	স্টক ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন অনুযায়ী চুরি যাওয়া মালামালের মূল্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে বোর্ডের তহবিলে জমা করা হয়নি।	১৬০৩৬৩৮০	১৩
৮.	অপ্রয়োজনীয় বৈদেশিক মালামাল ক্রয়পূর্বক দীর্ঘদিন ভান্ডারে ফেলে রাখায় বোর্ডের রাজস্ব ক্ষতির সম্ভাবনা।	১১০৪৬২১৫৫	১৪
৯.	দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টের কর্মচারীদের নিয়মিত অধিকাল ভাতা বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৪২৮১৫৬০	১৫
১০.	সাহায্যকারী পদে জনবল কাঠামো বহির্ভূত কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করায় বোর্ডের রাজস্ব ক্ষতি।	২১৪৩৬৩৮০	১৬
১১.	অনিয়মিতভাবে অস্বাভাবিক নিম্নদরে মালামাল ক্রয় করায় এবং বৈদ্যুতিক মালামাল গ্রহণপূর্বক অর্থ পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৩৬৯৬৪৭৮৬	১৭
১২.	ডিপিডিসিএল এর কাজ না করা সত্ত্বেও ৪০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ডিপিডিসিএল এর তহবিল হতে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৬৪৪৮২৭২৮০	১৮
১৩.	লাইন সাট ডাউন ব্যতীত কার্য সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১৪৪৯১৬১৫	১৯
	মোট =	৭৬০,৭৭,০৪৯৫৭	

সাতশত ষাট কোটি সাতাত্তর লক্ষ চার হাজার নয়শত সাতান্ন টাকা।

অডিট বিষয়ক তথ্যঃ

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	২০১৩-২০১৪ ও ২০১৫-২০১৬।
নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ডিপিডিসিএল।
নিরীক্ষা প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুগ (কমপ্লায়েন্স) নিরীক্ষা ।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	১০-০৯-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৮-০৬-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	রেকর্ডপত্র পরীক্ষা এবং বাস্তব যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- বিদ্যুৎ এর সিস্টেম লস নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হওয়া।
- সরকার/বোর্ডের পাওনা বকেয়া।
- অনিয়মিতভাবে ভাতা প্রদান।
- বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের নিকট দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় রাজস্ব ক্ষতি।
- আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- দরপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয়টি বিবেচনা না করা।
- যথাযথ স্টোর ব্যবস্থাপনা না থাকা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- অতিরিক্ত সিস্টেম লস হওয়ায় ক্ষতি।
- সরকারি/বোর্ডের পাওনা আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।
- বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- ঠিকাদারের নিকট হতে নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় না করে নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা।
- সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য অর্থ কোষাগারে জমা না করা।
- দরপত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধকরণের মাধ্যমে অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি না করে উচ্চ মূল্যে মালামাল ক্রয়।
- প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে মালামাল ক্রয়পূর্বক স্টোরে মজুদের মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয় করা।

অডিটের সুপারিশ :

- সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণে রাখা আবশ্যক।
- আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে মালামাল ক্রয়পূর্বক স্টোরে মজুদের মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনাম: চাহিদা মোতাবেক রেকর্ডপত্র সরবরাহ না করে নিরীক্ষা ও সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি।

বিবরণ:

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসিএল, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ১০/০৯/১৫ খ্রি: হতে ২৯/১০/১৫ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত হয়।
- উক্ত নিরীক্ষাকালে ডিপিডিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নিয়ন্ত্রণাধীন জি.এম হিউম্যান রিসোর্সের (এইচ.আর) কার্যালয়ে রক্ষিত বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত নথি, ১৩৫৩ জন ক্যাজুয়াল এমপ্লয়িদের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত নথি, নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে কিনা তা, উক্ত ক্যাজুয়াল এমপ্লয়িদের ব্যক্তিগত নথিসমূহ স্মারক নং পূঃঅঃঅঃ/নিঃদঃ নং-২১/২০১৪-১৫/০১তারিখ:১০/০৯/২০১৫ খ্রি:, স্মারক নং পূঃঅঃঅঃ /নিঃদঃ নং-২১/২০১৪-১৫/০২ তাং ২৬/০৯/২০১৫ খ্রি:, স্মারক নং পূঃঅঃঅঃ/নিঃদঃ নং-২১/২০১৪-১৫/০৩ তাং ২৬/০৯/২০১৫খ্রি:, স্মারক নং পূঃঅঃঅঃ/নিঃদঃ নং-২১/২০১৪-১৫/১০ তাং ১০/১০/২০১৫ খ্রি: এর মাধ্যমে নিরীক্ষার জন্য সরবরাহের অনুরোধ করা সত্ত্বেও নিরীক্ষাধীন বিভাগ কর্তৃক উক্ত নথিসমূহ সরবরাহ করা হয়নি, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১২৮(১) এর লঙ্ঘন।
- এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষাকালীন জেনারেল ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্স (এইচ.আর) হিসাবে কর্মরত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ হাসনাত চৌধুরী।

অনিয়মের কারণ:

- নথিপত্র সরবরাহ না করা সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১২৮(১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গত ২০-০৯-২০১৫ খ্রি: তারিখে জিএম (এইচ আর) বরাবর প্রেরিত পত্রে বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত নথি সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। অডিট কর্মকর্তাদ্বয় এর নিকট জিএম (এইচ আর) বিভাগীয় মামলার নথি চাওয়ার কারণ এবং এর সাথে আর্থিক অডিটের সম্পর্ক কি তা জানতে চান। কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ব্যতীত এভাবে সকল বিভাগীয় মামলার নথির তালিকা ও নথিসমূহ দেয়ার সুযোগ নেই। ডিজিএম (ইআরএন্ডডি), ডিপিডিসিএল দপ্তরে রক্ষিত 'তদন্ত ও শৃঙ্খলা' বিষয়ক নথিসমূহ মূলত ডিপিডিসিএল এর এমপ্লয়ীদের বিরুদ্ধে গৃহীত শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের গোপনীয় দলিল। কেবলমাত্র আদালতে বিচারাধীন কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মহামান্য আদালতের চাহিদা অনুযায়ী আদালতে তা সরবরাহ করা হয়। এছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট 'তদন্ত ও শৃঙ্খলা' বিষয়ক সকল নথি সরবরাহ করা সমীচীন নয়। উপরন্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ডিপিডিসিএল দুর্নীতি দমন কমিশনকে চাহিদা অনুসারে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে। আর্থিক অডিটের সাথে সুনির্দিষ্টকরণ ব্যতীত বিভাগীয় মামলার সকল নথি ও তালিকা চাওয়ায় বিভাগীয় মামলার সকল নথি সরবরাহ করা যায়নি।
- সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবে অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- ১৩৫৩ জন ক্যাজুয়াল এমপ্লয়ির নিয়োগ ও নিয়মিত করণের সাথে আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে। নিয়োগ ও নিয়মিত করণ যথাযথ হওয়া বা না হওয়ার সাথে বেতনভাতা প্রদান নিয়মসিদ্ধ/বিধিসংগত হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কিত। সুতরাং আর্থিক বিষয়ে জড়িত বিধায় উক্ত দলিলাদি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষার আওতায় যাচাই যোগ্য। অতএব প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১/০৪/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।
- নিরীক্ষা চাহিদা অনুযায়ী সর্বশেষ জবাবেও নথিপত্র সরবরাহ না করায় এতদ্বিষয়ের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ যাচিত দলিলাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা আবশ্যক।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

- নিরীক্ষার চাহিদা অনুযায়ী দলিলাদি সরবরাহ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষাকালীন দলিলাদি সরবরাহ না করার সাথে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০২

শিরোনাম: নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সীমাতিরিক্ত সিস্টেম লস হওয়ায় ক্ষতি ১৯,৯০,০১,১৮০ (উনিশ কোটি নব্বই লক্ষ এক হাজার একশত আশি) টাকা।

বিবরণ:

- সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি টাঙ্গাইল, মৌলভীবাজার, নাটোর-২ ও চট্রগ্রাম -২ কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১৬ খ্রি: হতে ০৮-০৬-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালের Financial and Statistical Report ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালে সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় যথাক্রমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, টাঙ্গাইল ১১.৩৭%; পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মৌলভীবাজার ১২.৭৫%; পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, নাটোর ১২.৮৪% ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, চট্রগ্রাম ১৪.৫৫%। কিন্তু বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করায় বোর্ডের ১৯,৯০,০১,১৮০ (উনিশ কোটি নব্বই লক্ষ এক হাজার একশত আশি) টাকা ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০১(১-৪)]**।
- ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালে ৭৭ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ৩১ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নিরীক্ষার ফলে ৪টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।
- অনুরূপ আপত্তি ১৯৯১-১৯৯২, ১৯৯৭-১৯৯৮, ১৯৯৯-২০০০, ২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪, ২০০৪-২০০৫, ২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭, ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সিএজি এর অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত আছে।
- ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৮তম বৈঠকের অনুচ্ছেদ ৬.১.৩ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিস্টেম লস শতকরা ১০ ভাগের বেশি হলে বিল আদায়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনিয়মের কারণ:

- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সমন্বয়-২ শাখার ২৭.০৫২.০৩১.০০০০.০২৪-২০১০ অংশ-১১/৪১৯ তারিখ-২৯-০৫-২০১১ খ্রি: এর ক্রমিক ২(ক) মোতাবেক সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যর্থ হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নাটোর-২: সিস্টেম লস হ্রাস করণের জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত টার্গেট অর্জনের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
- টাঙ্গাইল, মৌলভীবাজার ও চট্রগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৭/৪৭৮ তারিখঃ ০৪-১২-২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক নাটোর-২ঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন-২০১৩ এর অনুচ্ছেদ-৬ এর উপ অনুচ্ছেদ "ট" ও "ঠ" অনুযায়ী সমিতি গঠন ও এর জন্য প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান প্রণয়ন করবেন। তাই পবিসের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে বিভিন্ন সমিতিকে সিস্টেম লসের টার্গেট দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের টার্গেট অনুযায়ী সিস্টেম লসের টার্গেট অর্জিত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত টার্গেট অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫-০৪-২০১৬ খ্রি: হতে ০৯-০৮-১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১০-০৫-২০১৬ খ্রি: হতে ১৩-০৯-২০১৭ খ্রি: সময়ে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩-০৬-২০১৬ খ্রি: হতে ২৫-১০-২০১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন-২০১৩ এর অনুচ্ছেদ-২(১১) এবং ৬ এর উপ অনুচ্ছেদ "ঢ" অনুযায়ী সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং অন্যান্য সংস্থার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাদিসহ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ ও দায়গ্রহণ এবং উহাদের সংস্কার, উন্নয়ন ও তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সমন্বয়-২ শাখার ২৭.০৫২.০৩১.০০০০.০২৪-২০১০ অংশ-১১/৪১৯ তারিখ-২৯-০৫-২০১১ খ্রি: এর ক্রমিক ২(ক) মোতাবেক সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা ১০% এর অধিক হলে তা চুরি হিসাবে গণ্য হবে এবং এর দায় বিতরণ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বহন করতে হবে।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

- সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনাম : ডিএসএল বাবদ দীর্ঘমেয়াদী বোর্ডের ঋণ অপরিশোধিত ৬৫০,৩৫,৪৫,৬৫৯ (ছয়শত পঞ্চাশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত ঊনষাট) টাকা।

বিবরণঃ

- জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝিলংজা কক্সবাজার, মাগুরা ও গাইবান্ধা এর ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-১৬ খ্রিঃ হতে ০৮-০৬-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সি.এ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত অডিট রিপোর্ট ও Financial and Statistical Report পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ডিএসএল বাবদ বোর্ডের পাওনা অপরিশোধিত থাকায় ডিএসএল পাওনা থেকে বোর্ড ৬৫০,৩৫,৪৫,৬৫৯ টাকা বঞ্চিত হচ্ছে।
- জেনারেল ম্যানেজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ৩০ জুন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিকট হতে ২৩২,২১,৫২,৫৪৩ টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ওপর ৩৫,০০,২৮,৭৩৪ টাকা সুদ ধার্য হয়। উক্ত অর্থ বছরের ঋণের কিস্তি ৬৭,৯১,৯৩,৯৬২ টাকা পরিশোধ না করে শুধুমাত্র সুদ বাবদ ১০,০০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করে। ফলে আসল ও সুদ বাবদ মোট (২৩২,২১,৫২,৫৪৩+২৫,০০,২৮,৭৩৪) = ২৫৭,২১,৮১,২৭৭ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- জেনারেল ম্যানেজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝিলংজা কক্সবাজার, মাগুরা ও গাইবান্ধা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ডিএসএল বাবদ দীর্ঘমেয়াদী বোর্ডের ঋণ ৩৯৩,১৩,৬৪,৩৮২ টাকা অনাদায়ী রয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ ০২(২-৫)]।
- ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের শেষে ডিএসএল (আসল), ডিএসএল সুদ এবং ডিএসএল দন্ড সুদসহ মোট ৬৫০,৩৫,৪৫,৬৫৯ **(ছয়শত পঞ্চাশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত ঊনষাট)** টাকা বোর্ড কে ফেরত না দেওয়ায় বোর্ড ডিএসএল পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ ০২(১-৫)]**।
- ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালে ৭৭ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ৩১ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নিরীক্ষার ফলে ৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।
- দীর্ঘমেয়াদী সরকারি ঋণ যথাসময়ে বোর্ডের তহবিলে জমা দিলে বোর্ডের আর্থিক ঘাটতি কম হতো। কেননা এ যাবৎকাল বোর্ড ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারের নিকট হতে ঋণ ও মঞ্জুরীর সহায়তা গ্রহণ করতে হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ঋণ চুক্তির শর্ত নং ১ ও ৩ মোতবেক যথাসময়ে গৃহীত ঋণ ও ঋণের সুদ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কে পরিশোধ করতে হবে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পবিসের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী ডিএসএল পরিশোধ করা হচ্ছে।
- সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ডিএসএল (আসল) এর অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। জুন-২০১৬ খ্রিঃ সনে সুদ ও দন্ড সুদ পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ডিএসএল বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ এখনো অপরিশোধিত। ফলে বোর্ড ডিএসএল পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৯/০৮/১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১০/০৫/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৩/০৯/২০১৭ খ্রিঃ সময়ে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৬ খ্রিঃ হতে ২৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবের আলোকে ডিএসএল ও রিভলভিং ফান্ড হতে গৃহীত ঋণসহ সমূদয় অর্থ জমার প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব চাওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- ডিএসএল বাবদ বোর্ডের পাওনা জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৪

শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে জরুরী স্টেশন ডিউটি ভাতা প্রদান করায় পবিস তথা সরকারের ক্ষতি ৫২,৩২,৮৩৫ (বায়ান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ) টাকা।

বিবরণ:

- সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-গাজীপুর ও মৌলভীবাজার এর ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০১-২০১৬ খ্রি: হতে ০৮-০৬-২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অনিয়মিতভাবে জরুরী স্টেশন ডিউটি ভাতা প্রদান করায় **৫২,৩২,৮৩৫ (বায়ান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ)** টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০৩(১-২)]**।
- অনুমোদিত বেতন কাঠামোর বাইরে কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই। তাছাড়া বেতন কাঠামো বহির্ভূত কোন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জন্য প্রণীত বেতন কাঠামো-২০১৬ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নয়। অধিকন্তু, বেতন কাঠামো বহির্ভূতভাবে বোর্ডের আবাসিক ভবন সমূহে "ফ্যামিলি একোমোডেশনে" বসবাসরত পবিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইমারজেন্সী স্টেশন ডিউটি এলাউন্স প্রদান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালে ৭৭ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ৩১ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নিরীক্ষায় ২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে।

অনিয়মের কারণ:

- অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২০১৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা-১৮(৩) অনুসরণ না করায় এ অনিয়ম হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নীতি নির্দেশিকা মোতাবেক সমিতির আবাসিক ভবনসমূহে বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জরুরি স্টেশন ডিউটি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫/০৪/২০১৬ খ্রি: হতে ০৯/০৮/১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১০/০৫/২০১৬ খ্রি: হতে ১৩/০৯/২০১৭ খ্রি: সময়ে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৬ খ্রি: হতে ২৫/১০/২০১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

- ইমারজেন্সী স্টেশন ডিউটি এলাউন্স প্রদানের সমর্থনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ আবশ্যক। অন্যথায় অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ইমারজেন্সী স্টেশন ডিউটি এলাউন্স বাবদ পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করে সংস্থার কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক উহার প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫

শিরোনাম : খেলাপী গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়া আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি ২,৮৩,১৭,৯১৫ (দুই কোটি তিরাশি লক্ষ সতের হাজার নয়শত পনের) টাকা।

বিবরণ :

- জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার অফিসের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালের হিসাব ১৭-১১-২০১৬ খ্রি: হতে ০১-১২-২০১৬ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে আর্থিক বিবরণী বকেয়া বিল রেজিস্টার ও সি এ ফার্মের অডিট রিপোর্ট যাচাইয়ে দেখা যায় যে খেলাপী গ্রাহকের নিকট অনাদায়ী বকেয়া আদায় না করায় ২,৮৩,১৭,৯১৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ২০১৫-২০১৬ সালে খেলাপী গ্রাহক এর বকেয়ার প্রারম্ভিক জের ছিল ২,৩৪,০৩,১০৩ টাকা। ২০১৫-২০১৬ সালে নতুন Provision করা হয়েছে ৪৯,১৪,৮১২ টাকা। মোট বকেয়ার পরিমাণ ২,৮৩,১৭,৯১৫ (দুই কোটি তিরাশি লক্ষ সতের হাজার নয়শত পনের) টাকা। বকেয়া আদায়ের কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বকেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০৪]**।
- সাধারণত সুনির্দিষ্ট হোল্ডিং নম্বরের বিপরীতে গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে। উক্ত কারণে গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায় করা সম্ভব। এ বিষয়ে কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালে ৭৭ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ৩১ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নিরীক্ষার ফলে ১টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে।
- বকেয়া আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে বোর্ডের তহবিলে জমা দিলে বোর্ডের আর্থিক ঘাটতি কম হতো। কেননা এ যাবৎকাল বোর্ড ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারের নিকট হতে ঋণ ও মঞ্জুরী সহায়তা গ্রহণ করতে হয়।
- অনুরূপ আপত্তি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সিএজি এর অডিট রিপোর্টে উত্থাপিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৮তম বৈঠকের অনুচ্ছেদ ৬.১.৯ এর সিদ্ধান্ত পরিপালন না করা এবং PDR Act অনুযায়ী মামলা দায়েরের মাধ্যমে গ্রাহকগণের নিকট হতে বকেয়া টাকা আদায়ের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নির্দেশিকা ২০০-৩০ এবং ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এর ৫৪-এ ধারা মোতাবেক যে সমস্ত গ্রাহকের বকেয়া ২০০০ টাকার কম তাদের ক্ষেত্রে রাইট অফ করার বিধান আছে।
- সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবে সেপ্টেম্বর/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ১১,২৯,৯২৮ টাকা আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- PDR Act অনুযায়ী মামলা দায়েরের মাধ্যমে গ্রাহকগণের নিকট হতে বকেয়া টাকা আদায়ের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সমিতির ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২০/০২/১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৫/০৪/২০১৭ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৫/২০১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ আপত্তিকৃত খেলাপী গ্রাহকের বকেয়া অর্থ আদায়ে প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব চাওয়া হয়েছে।
- ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৮তম বৈঠকের অনুচ্ছেদ ৬.১.৯ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বকেয়া পাওনা অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে আদায় করতে হবে। পাওনা আদায়ের প্রয়োজনে গণদাবী আদায় আইন, ১৯১৩ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- খেলাপী গ্রাহকের নিকট হতে সমুদয় অনাদায়ী বকেয়া আদায় করে উহার প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনাম : সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন না করায় দন্ডসুদসহ ২,৩১,০৭,২১২ (দুই কোটি একত্রিশ লক্ষ সাত হাজার দুইশত বার) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

- জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-নাটোর, গাইবান্ধা ও মাগুরা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালের হিসাব ২২-০১-২০১৬ খ্রি: হতে ০৮-০৬-২০১৭ খ্রি: পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালে সরবরাহকৃত বিল-ভাউচার, উৎস কর কর্তন সংক্রান্ত নথিপত্র সহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, উপরোক্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর বিপরীতে পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য বিদ্যুতের সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন না করায় সরকার দন্ডসুদসহ ২,৩১,০৭,২১২ (দুই কোটি একত্রিশ লক্ষ সাত হাজার দুইশত বার) টাকা রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০৫(১-৩)]**।
- ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালে ৭৭ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ৩১ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি নিরীক্ষার ফলে ৩টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বর্ণিত পরিমাণ অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এ ধরণের কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হলে জড়িত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে।
- উৎসে কর বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ যথাসময়ে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের সমপরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ করার এবং সুদও দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত না কেননা এ যাবতকাল সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।
- আদায়কৃত উৎসে কর ও দন্ডসুদসহ ২,৩১,০৭,২১২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় তা যেদিন জমা করা হবে সেদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে মাসিক ২% হারে দন্ড সুদসহ আদায় করে অনাদায়ী উৎসে কর আদায়সহ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য (ইনকাম ট্যাক্স ম্যানুয়াল ধারা-৫৭(১)ক)। আদায়যোগ্য উৎসে কর জুন-২০১৯ এর মধ্যে জমা না করা হলে যেদিন জমা হবে সেদিন পর্যন্ত দন্ডসুদ হিসাব করতে হবে।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ (এ) এবং ৫২ (এ) (৩) অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ বাবদ পরিশোধিত বিল হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। তিনটি অফিসে মোট কম কর্তনকৃত আয়কর ১,২২,৪৫,৬৬৯.৪০টাকা।
- ২% হারে দন্ডসুদের মোট পরিমান ১,০৮,৬১,৫৪৩.২০ টাকা,ফলে দন্ড সুদ সহ মোট আদায়যোগ্য আয়করের পরিমান ২,৩১,০৭,২১২.৬০ টাকা।

অনিয়মের কারণ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ (এ) এবং ৫২ (এ) (৩) বিধি এবং ইনকাম ট্যাক্স ম্যানুয়াল ধারা-৫৭(১)(ক) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর সার্ভিস চার্জ এর উপর ৫% উৎস কর জুলাই-২০১৬ হতে অব্যাহত আছে। আপত্তিকৃত উল্লিখিত অর্থ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পত্র ইস্যুসহ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- সার্ভিস চার্জের বিল হতে উৎসে কর ১০% কর্তন করার বিধান থাকলেও ২টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে। জুলাই/২০১৬ হতে কর্তন অব্যাহত আছে এবং আপত্তিতে উৎসে কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে স্বীকার করা হলেও নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত আদায়ের প্রচেষ্টা/কার্যকরী ব্যবস্থার কোন প্রমাণক নিরীক্ষাদলকে দেখাতে পারেনি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৫/০৪/২০১৬ খ্রি: হতে ০৯/০৮/১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১০/০৫/২০১৬ খ্রি: হতে ১৩/০৯/২০১৭ খ্রি: সময়ে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৩/০৬/২০১৬ খ্রি: হতে ২৫/১০/২০১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- পাওয়ার গ্রীড কোম্পানীর নিকট হতে সার্ভিস চার্জ এর উপর উৎসে কর বাবদ অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনাম : স্টক ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন অনুযায়ী চুরি যাওয়া মালামালের মূল্য ১,৬০,৩৬,৩৮০ **(এক কোটি ষাট লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত আশি)** টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে বোর্ডের তহবিলে জমা করা হয়নি।

বিবরণঃ

- সদস্য (উৎপাদন), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের আওতাধীন প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, পলাশ, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা স্থানীয়ভাবে ২৫-০৪-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৫-০৫-২০১৭ খ্রিঃ সময়ে সম্পন্ন করা হয় ।
- নিরীক্ষাকালে উপ-পরিচালক (ভাণ্ডার) কার্যালয়ের আওতাধীনে রক্ষিত স্টোরের উপর স্টক ভেরিফিকেশন কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ০১-০৯-২০০৭ ও ৩১-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ১,৬০,৩৬,৩৮০.০০ টাকার কপার বার চুরি হয় । কিন্তু সংশ্লিষ্ট স্টোর লেজার যাচাই করে দেখা যায় যে, চুরি সংক্রান্ত কোন তথ্য লেজারে উল্লেখ নেই এবং চুরি যাওয়া কপার বারের সংখ্যা বাদ দিয়ে কপার বারের জেরের হিসাব উল্লেখ করা হয়নি এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে চুরি যাওয়া ১,৬০,৩৬,৩৮০ **(এক কোটি ষাট লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত আশি)** টাকার মালামালের মূল্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে বোর্ডের তহবিলে জমা করা হয়নি **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬)**।
- অনুরূপ আপত্তি ১৯৯৫-১৯৯৬, ১৯৯৭-১৯৯৮, ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১, ২০০৮-২০০৯ ও ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সিএজি এর অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- জি এফ আর প্যারা ২২ অনুযায়ী সরকারি অর্থ বা মালামাল চুরি, আত্মসাৎ বা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।
- জি এফ আর প্যারা ২৫ অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা তার নিজের আত্মসাৎ বা গাফিলতির কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন এবং অপর কোন সরকারি ক্ষতি কর্মকর্তার আত্নসাৎ বা গাফিলতির কারণে হলে উহার মধ্যে যতটুকু তার নিজের কার্যক্রম বা অবহেলার দরুন সংঘটিত হয়েছে তার জন্য তিনি দায়ী হবেন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ষ্টোর হতে আনুমানিক ০১/০৯/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০০৭ ইং সময়ের মধ্যে বর্ণিত কপার বার চুরি হয়। চুরি সংঘটিত হওয়ার পর বিধি মোতাবেক এ সম্পর্কে থানায় FIR করা হয় (কপি সংযুক্ত) ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিউবো'র কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের স্মারকনং-৪১৫-বিউবো (সচি)/উন্নয়ন-২১/৮১ তারিখঃ ২১/০৫/২০০৮ ইং দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বর্ণিত কমিটির কাজ এখনও চলমান আছে। কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়া গেলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্হা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে এবং বর্ণিত মালামাল চুরি/অবলোপন সংক্রান্ত নির্দেশনা পাওয়া গেলে বিষয়টি সুরাহা করা যাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ২১-০৫-২০০৮খ্রিঃ দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে উল্লেখ থাকায় এবং দীর্ঘ ০৯ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রিপোর্ট দাখিল না করায় প্রমাণিত হয় যে, দায়ী ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অব্যাহতি প্রদানের জন্য তদন্ত রিপোর্ট যথাসময়ে দাখিল করা হয়নি।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১১/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় । পরবর্তীতে ০১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- সত্তর দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ চিহ্নিতকরণপূর্বক চুরিকৃত মালামালের মূল্য আদায়করতঃ যথাযথ খাতে জমার প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮

শিরোনাম: অপ্রয়োজনীয় বৈদেশিক মালামাল ক্রয়পূর্বক দীর্ঘদিন ভান্ডারে ফেলে রাখায় বোর্ডের ১১,০৪,৬২,১৫৫ (এগার কোটি চার লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত পঞ্চান্ন) টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা।

বিবরণ :

- সদস্য (উৎপাদন), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের আওতাধীন প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, পলাশ, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা কাজ স্থানীয়ভাবে ২৫-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ২৫-০৫-২০১৭ খ্রি: সময়ে সম্পন্ন করা হয় । নিরীক্ষাকালে ভান্ডারের মজুদ রেজিস্টার পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভান্ডারের মালামাল গ্রহণের তারিখ: ২৫/০৬/২০১৪খ্রি: ও ০৯/০৭/২০১৫খ্রি: এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন নং- ১১/২০১৩-১৪ ও ০১/২০১৫-১৬ মূলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক যন্ত্রপাতি কেন্দ্রের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হতে প্রেরণ পূর্বক গুদামে জমা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ মালামাল ভান্ডারে ফেলে রাখার কারণে মালামালের গুণগতমান নষ্ট হয়ে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। ফলে বোর্ডের **১১,০৪,৬২,১৫৫ (এগার কোটি চার লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত পঞ্চান্ন)** টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭)**।

অনিয়মের কারণ:

- মজুদ রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবরণে বর্ণিত মালামালসমূহ কোনরূপ ব্যবহার ব্যতিরেকে ভান্ডারে মজুদ রয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বর্ণিত মালামালসমূহ বৈদেশিক মালামাল, যাহা আপদকালীন প্রয়োজন মেটানোর জন্য Securety Spare হিসাবে ভান্ডারে মজুদ আছে। সরাসরি দরপত্রের (DPM) মাধ্যমে বৈদেশিক মালামাল সংগ্রহ করতে নথি শুরুর দিন হতে নূন্যতম ০৯(নয়) মাস ও খোলা দরপত্রের মাধ্যমে মালামাল সংগ্রহ করতে ন্যূনতম ১৫(পনের) মাস সময় লাগে। মালামালের মজুদ রাখা না হলে মালামালের কারণে দীর্ঘ সময় মেশিন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ রাখলে বিউবো রাজস্ব হারাবে অন্য দিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায়, সিকিউরিটি স্পেয়ার ক্রয়ের দ্বারা আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে অভিযোগটি সঠিক নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ আপদকালীন প্রয়োজন মেটানোর জন্য Security Spare হিসাবে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির (DPM) মাধ্যমে বৈদেশিক মালামাল জরুরীভাবে সংগ্রহ করা হলেও আরএন্ডআই নং ০১/২০১৫-২০১৬ তারিখ: ০৯-০৭-১৫, আরএরন্ডআই নং ১১/২০১৩-২০১৪ তারিখ: ২৫-০৬-২০১৪খ্রি: মজুদকৃত মালামাল ০৫-০৫-২০১৭খ্রি: তারিখ পর্যন্ত (নিরীক্ষাকালীন) প্রায় ২ হতে ৩ বছর সময়ে কোন মালামাল ইস্যু/ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয়, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে মজুদ রাখার প্রয়োজন ছিল না। মালামালগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ ভান্ডারে অব্যবহৃত থাকায় উহার গুনগত মান হ্রাস পাওয়ায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১১/১০/২০১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০১/০৩/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৪/২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

- প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মজুদকৃত বৈদেশিক মালামাল কোন প্লান্টের আপদকালীন প্রয়োজন মেটানোর জন্য Security Spare হিসাবে ভান্ডারে মজুদ আছে এবং মালামালসমূহ আদৌ ব্যবহার করা সম্ভব হবে কিনা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯

শিরোনাম: দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টের কর্মচারীদের নিয়মিত অধিকাল ভাতা বাবদ অনিয়মিতভাবে ৪২,৮১,৫৬০ (বিয়াল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ :

- সদস্য (উৎপাদন), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের আওতাধীন প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, পলাশ, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা কাজ স্থানীয়ভাবে ২৫-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ২৫-০৫-২০১৭ খ্রি: সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট ১-৬ এর উৎপাদন হিসাব এবং আঞ্চলিক হিসাব দপ্তর, ঘোড়াশাল কর্তৃক পাশকৃত অধিকাল ভাতার বিল-ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৬ টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টের মধ্যে ০৬ নং বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টটি ০৮-০৭-২০১০ খ্রি: থেকে নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বন্ধ প্লান্টের অতিরিক্ত সময়ে কাজ করা সম্ভব নয় তা সত্ত্বেও প্লান্টটির কর্মচারীদেরকে অনিয়মিতভাবে ৪২,৮১,৫৬০ **(বিয়াল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত ষাট)** টাকা নিয়মিত অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮)**।

অনিয়মের কারণ:

- প্লান্ট চালু না থাকা সত্ত্বেও কর্মচারীদের নিয়মিত ওভার টাইম বিল বাবদ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬ নং বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্টটি গত ১৮-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখ ১৫:০৫ টায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে প্লান্টটি মেরামতপূর্বক চালু করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অফিসিয়ালি প্লান্টটি "লে-অফ" ঘোষনা করা হয়নি বিধায় উহার গঠনশৈলী মোতাবেক কর্মচারী কর্মরত রয়েছে এবং পূর্বের রোষ্টার চালু রয়েছে। অনেক অক্সিলিয়ারী ইকুইপম্যান্ট ৬ নং ইউনিটের বিপরীতে স্থাপিত হলেও এইগুলি ৫ নং ইউনিট পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ টেকনিক্যাল ওয়াটার পাম্প, র-ওয়াটার পাম্প, সার্কুলেটিং ওয়াটার পাম্প, 6.6 KV OBL & OBM Power Bus Bar, ডিজেল জেনারেটর, ট্রিকল চার্জার ও ডিসি সিস্টেম ইত্যাদি। ফলে ৬ নং ইউনিটটি বন্ধ থাকলেও উহার উল্লিখিত অক্সিলিয়ারী ইকুইপম্যান্টগুলি পরিচালনার জন্য লোকবলের প্রয়োজন হয়। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর ৬ নং ইউনিটের বয়লার প্রিজারভেশন করতে হয়। এজন্য ৬ নং ইউনিটে কর্মরত কর্মচারীদের ডিউটি রোষ্টার মোতাবেক সরকারি ছুটির দিনে, কেউ ছুটিতে গেলে তার জায়গায় এবং খালি গ্রুপে অতিরিক্ত সময় কাজ করে থাকেন। এইক্ষেত্রে তাদেরকে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- বন্ধকৃত প্ল্যান্টের অক্সিলিয়ারী ইকুইপমেন্টগুলি পরিচালনার জন্য প্ল্যান্টের বিপরীতে নিয়োজিত লোকবলের দৈনন্দিন রুটিন ওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অধিকাল ভাতা প্রদান সম্পূর্ণ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ হিসেবে বিবেচিত।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১১/১০/২০১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় । পরবর্তীতে ০১/০৩/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৪/২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদানপূর্বক প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০

শিরোনাম: সাহায্যকারী পদে জনবল কাঠামো বহির্ভূত কর্মচারী নিয়োজনের মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করায় ২,১৪,৩৬,৩৮০ (দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত আশি) টাকা বোর্ডের ক্ষতি।

বিবরণ:

- সদস্য (উৎপাদন), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা কার্যালয়ের আওতাধীন প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, পলাশ, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা কাজ স্থানীয়ভাবে ২৫-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ২৫-০৫-২০১৭ খ্রি: সময়ে সম্পন্ন করা হয় । নিরীক্ষাকালে প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত জনবল বিবরণী, সাহায্যকারী পদের গ্রেডেশন তালিকা এবং অন্যান্য রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১-৬ ইউনিট পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় সাহায্যকারী পদে মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা সর্বমোট ৬১ জন। উক্ত পদের গ্রেডেশন তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি: পর্যন্ত কর্মরত জনবল সংখ্যা ১২৪ জন। ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে মঞ্জুরিকৃত পদের অতিরিক্ত (১২৪-৬১) = ৬৩ জন সাহায্যকারীর বেতন ভাতাদি বাবদ ২,১৪,৩৬,৩৮০ **(দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত আশি)** টাকা পরিশোধ বোর্ডের ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯)**।

অনিয়মের কারণ:

- প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো বহির্ভূত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সাহায্যকারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত ৬৩ জন সাহায্যকারী বিউবো'র সার্বিক শুন্য পদের বিপরীতে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পদস্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- প্রধান প্রকৌশলী, ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জনবল কাঠামো বহির্ভূতভাবে বাবিউবো কর্মচারী নিয়োজন করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১১/১০/২০১৭ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় । পরবর্তীতে ০১/০৩/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৪/২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

- অপ্রয়োজনীয়ভাবে জনবল কাঠামো বহির্ভুত জনবল নিয়োজনের মাধ্যমে পরিশোধিত বেতন-ভাতাদি দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১

শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে অস্বাভাবিক নিম্নদরে মালামাল ক্রয় এবং বৈদ্যুতিক মালামাল গ্রহণপূর্বক অর্থ পরিশোধ করায় ৩,৬৯,৬৪,৭৮৬ (তিন কোটি ঊনসত্তর লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত ছিয়াশি) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ:

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসিএল, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ১০/০৯/১৫ খ্রি: হতে ২৯/১০/১৫ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালে ডিপিডিসিএল এর চুক্তি ও ক্রয় কার্যালয় কর্তৃক মিটার ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়ের দরপত্র ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত ২টি কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ১১,০০,০০,০০০ টাকা এবং ১,৭৬,৯৩,৫৬০ টাকা। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির (টিইসি) সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৫৫.২৭% এবং ৩০.৪১% অস্বাভাবিক নিম্নদরে কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক ঠিকাদারের সাথে ৪,৯২,০০,০০০ টাকা এবং ১,২৩,৬৪,৭৮৬ টাকা চুক্তি সম্পাদন করে বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ৩,৬৯,৬৪,৭৮৬ **(তিন কোটি ঊনসত্তর লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত ছিয়াশি)** টাকা ডিপিডিসিএল কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০)**।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮(২৩) মোতাবেক দরপত্রদাতা যদি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূল্য উদ্ধৃত করিয়া কোন দরপত্র দাখিল করে, তা হইলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য পুনঃ পরীক্ষা করাসহ উক্ত কম মূল্য উদ্ধৃত করার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানপূর্বক উক্ত দরপত্র গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে বিবেচনা করিবে, যদি-

  (ক) ইহা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, দরপত্রদাতা অনভিজ্ঞ ও দরপত্রমূল্য সঠিকভাবে উদ্ধৃত করিতে সক্ষম হয় নাই, বা

  (খ) দরপত্রদাতা কম মূল্য উদ্ধৃত করার সমর্থনে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ প্রদর্শন করিতে না পারে।

অনিয়মের কারণ:

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৯৮(২৩) লঙ্ঘন করে অস্বাভাবিক নিম্নদরে কার্যাদেশ প্রদান করে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
- সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মিটার ক্রয় করা হয়েছে এবং গুণগতমান ভাল আছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ মিটারের গুণগত মান ভাল আছে মর্মে জবাবে উল্লেখ করা হলেও কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, পিপিআর-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি পরিপালন না করাব বিষয়েও কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১/০৪/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

- ক্রয়কৃত মালামালের বর্তমান অবস্থা পরীক্ষাপূর্বক বিষয়টি যাচাই করা প্রয়োজন। ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত হলে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২

শিরোনাম: ডিপিডিসিএল এর কাজ না করা সত্ত্বেও ৪০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ডিপিডিসিএল এর তহবিল হতে অনিয়মিতভাবে ৬৪,৪৮,২৭,২৮০ (চৌষট্টি কোটি আটচল্লিশ লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশত আশি) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ:

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসিএল, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ১০/০৯/১৫ খ্রি: হতে ২৯/১০/১৫ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালে ডিপিডিসিএল এর অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত তথ্যাদি ও এতদ্সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, ডিপিডিসিএল এর কাজ না করা সত্ত্বেও ৪০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ডিপিডিসিএল এর তহবিল হতে অনিয়মিতভাবে ৬৪,৪৮,২৭,২৮০ (চৌষট্টি কোটি আটচল্লিশ লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশত আশি) টাকা পরিশোধ করায় সরকার তথা কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১১)**।
- ডিপিডিসিএল কার্যালয় হতে সরবরাহকৃত জনবল তথ্য তালিকা অনুযায়ী Setup Post ৫৭৬৭ জন Existing Employee ৩৫২০ জন Short or Surplus ২২৮০ জন।
- ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৮ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ এর ২১ক(৩)(গ) অনুসারে বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ord. No. XXIV of 1985) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উদ্বৃত্ত (Surplus) কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত Ordinance এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

অনিয়মের কারণ:

- কাজ না করা সত্ত্বেও বেতন ভাতা পরিশোধ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব অর্ন্তবর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। নথিপত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১/০৪/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

- ডিপিডিসিএল'র উক্ত ক্ষতি সাধনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩

শিরোনাম: লাইন সাট ডাউন ব্যতীত কার্যসম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ১,৪৪,৯১,৬১৫ (এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার ছয়শত পনের) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ:

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসিএল, বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ১০/০৯/১৫ খ্রি: হতে ২৯/১০/১৫ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালে ডিপিডিসিএল এর আওতাধীন প্রকল্প-২, গুলশান কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহের দরপত্র, নথি ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন বিভাগ লাইন সাট ডাউন ব্যতীত বিদ্যুৎ এর লাইন মেরামত ও স্থানান্তরের কাজ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে ১,৪৪,৯১,৬১৫ (এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার ছয়শত পনের) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, লাইন সাট ডাউন ব্যতীত লাইন স্থানান্তর/মেরামতের কাজ করা যায় না। অথচ নিরীক্ষাধীন বিভাগ উক্ত মেরামত/লাইন স্থানান্তরের সমর্থনে লাইন সাট ডাউন দেওয়া হয়েছে এইরূপ কোন প্রমাণ অডিটের নিকট সরবরাহ করতে পারেনি। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় মেরামত/লাইন স্থানান্তর না করেই অনিয়মিতভাবে উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকে পরিশোধ করা হয় **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২)**।

অনিয়মের কারণ:

- Line shut down ব্যতীত কার্যসম্পাদন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ। যা জিএফআর-১০ ধারার পরিপন্থী।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সাট ডাউন গ্রহণপূর্বক কার্যসম্পাদন করা হয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম করা হয়নি।
- সাট ডাউনের জন্য বাস্তবায়নকারী দপ্তর কর্তৃক সাট ডাউন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরকে লিখিতভাবে অনুরোধ করা হয়। তাদের সুবিধামত সময়ে সাট ডাউন প্রদান করে কাজ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন। প্রতিটি সাট ডাউনের রেকর্ড এনওসিএস সমূহের কন্ট্রোল রুমের সাট-ডাউন রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ/ রেকর্ডভূক্ত করা আছে। এনওসিএস দপ্তরের ছাড়পত্র/ প্রত্যায়নপত্র গ্রহণ করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব প্রমাণক দ্বারা সমর্থিত নহে বিধায় গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়নি। তদুপরি অডিট চলাকালীন পর্যন্ত নিরীক্ষাকালীন বিভাগ উহা সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১/০৪/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত অগ্রিম অনুচ্ছেদের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।
- সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবে এনওসিএস দপ্তরকে লিখিতভাবে সাট-ডাউন প্রদানের কপি সংযুক্ত করা হয়েছে, প্রতিটি সাট ডাউনের রেকর্ড এনওসিএস সমূহের কন্ট্রোল রুমের সাট-ডাউন রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ/ রেকর্ডভূক্ত করা হয় এবং এনওসিএস দপ্তরের ছাড়পত্র, প্রত্যায়নপত্র গ্রহণ করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয় বলা হলেও প্রমাণক হিসাবে সংযুক্ত করা হয়নি। প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব চাওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- বিধি বহির্ভূতভাবে বর্ণিত টাকা প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক উক্ত টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

(মোঃ সাইফুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ : ------------------------ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ।
২৭/০৭/২০১৬